আস্তিকতা ও নাস্তিকতা প্রসঙ্গ

অভিজিৎ নীচের চারটি লেখাকে আমার 'আস্তিকতা ও নাস্তিকতা'র উপর কিছু জবাব হিসেবে ফরওয়ার্ড করেছেন। পাঠক, লেখা চারটি ভালো করে পড়ে প্রাসঙ্গিকতা, ভাষা ও টোন বোঝার চেষ্টা করুন।

1. মিশু বড়ুয়া

http://www.vinnomot.com/Raihan/Mishu_to_Raihan[1].pdf

2. Bigganer name apabigganer charcha: ek dharma pagoler uttare - Biplab Pal

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/ignorant_Raihan.pdf

3. Muhammad: The Real Allah of the Muslims - Mohammad Asghar

http://www.mukto-mona.com/Articles/asghar/real_allah211106.htm

4. সম্পাদকের বক্তব্য - বিপ্লব পাল

http://www.vinnomot.com/Raihan/Editor_Raihan.pdf

আমার বন্ধুও সবার লেখাই মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং সেই সাথে আমার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর পর্যন্ত জানে। কোন উপায়ান্তর না দেখে আবারও তার সরণাপন্ন হলাম এবং সবকিছু খুলে বললাম। সে জাহেদের উত্তর তিনটি পড়ে রাগ করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে! আমি কিছুটা হতবাক হয়ে মেঝে থেকে তুলে এনে তাকে ঠান্ডা করে বললাম : দ্যাখ, এই র‍্যাশনালিটি ও ফ্রী-থিংকিং এর যুগে রাগ বা আবেগের কোন স্থান নেই। পারলে কিছু বল, আমি বসে বসে লিখি। অবশেষে আমার বন্ধু সবায়কে কষ্ট করে উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বলতে রাজি হলো। বন্ধুর হুবহু সাজেশন অনুযায়ীই আমি লিখছি।

বিপ্লব পাল, মিশু বড়ুয়া ও অভিজিৎ রায়কে

এই বিষয় সহ আপনাদের অতীত লেখা ও বিভিন্ন মন্তব্য থেকে কেন জানি মনে হয়েছে আপনাদের মূল ধর্মগ্রন্থে ফিরে যাওয়াটাই বেটার। আমার কিছু বন্ধু আছে যারা আপনাদের এক্স-ধর্ম ফলো করে। তাদের সাথে আপনাদের তুলনা করে এরকমই মনে হয়েছে। মাত্র দু'দিনের দুনিয়ায় অন্যের জন্য কেন অযথায় নিজেকে কষ্ট দেবেন বলুন! তবে মূল ধর্মগ্রন্থের নামে যে সকল উপ-ধর্মগ্রন্থ লিখা হয়েছে সেগুলোতে ফিরে না যাওয়ারই চেষ্টা করবেন, এ আমার বিশেষ অনুরোধ। দেখুন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেই হবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। এমনকি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও মূল ধর্মগ্রন্থ থেকে শিক্ষনীয় অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে কিছুদিন চেষ্টা করেই দেখুন না। তারপর ফলাফল না হয় সবার সাথে সেয়ার করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনাদের মধ্যে পজেটিভ পরিবর্তনই আসবে। আপনারা আপনাদের মূল ধর্মগ্রন্থ নিয়ে লিখা শুরু করুন, আমার থেকে সরাসরি না হলেও নিদেনপক্ষে মোরাল সাপোর্ট পাবেন। আশা করি আপনাদের মন্তব্য পাঠকদের জানিয়ে দেবেন। নীচের আয়াতগুলো অনুগ্রহ করে পড়ে নিন :

22.17: Those who believe (in the Qur'an), those who follow the *Jewish* (scriptures), and the *Sabians*, *Christians*, *Magians*, and *Polytheists (idolaters)*,- GOD will judge between them on the Day of Judgment: for GOD is witness of all things.

2.62: Those who believe (in the Qur'an), and those who follow the *Jewish (scriptures)*, and the *Christians* and the *Sabians*,- any who believe in GOD and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.

3.78: There is among them a section who *distort the Book with their tongues*: (As they read) you would think it is a part of the Book, but it is no part of the Book; and they say, "That is from GOD," but it is not from GOD: It is they who tell a lie against GOD, and (well) they know it!

23.53: But they (mankind) have *broken their religion* among them into sects, each group rejoicing in its tenets.

6.159: As for those who *divide their religion and break up into sects*, thou hast no part in them in the least: their affair is with GOD: He will in the end tell them the truth of all that they did.

35.24: There never was a people, without a warner having lived among them (in the past).

10.47: To every people (was sent) a messenger.

16.36: For We assuredly sent amongst every People a messenger, (with the Command), "Serve GOD, and eschew Evil."

22.67: To every People have We appointed rites and ceremonies which they must follow: let them not then dispute with thee on the matter, but do thou invite (them) to thy Lord: for thou art assuredly on the Right Way.

2.136: Say: We believe in God and that which is revealed unto us and that which was revealed unto *Abraham*, and *Ishmael*, and *Isaac*, and *Jacob*, and the *tribes*, and that which *Moses* and *Jesus* received, and that which the prophets received from their Lord. *We make no distinction between any of them*.

2.213: Mankind is naught but a single nation.

23.52: Verily this Brotherhood of yours is a single Brotherhood and I am your Lord and Cherisher.

49.13: O Mankind! We created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other *not that ye may despise each other*.

3.85: Nothing will be accepted except Peace (Islam means Peace or Peacism or Shantibaad).

109.6: Unto you your religion, and unto me my religion.

2.256: Let there be NO compulsion in religion.

6.108: Revile not ye those whom they call upon besides GOD, lest they out of spite revile GOD in their ignorance. Thus have We made alluring to each people its own doings. In the end will they return to their Lord, and We shall then tell them the truth of all that they did.

বুঝতেই পারছেন, কোরান কিন্তু আপনাদের এক্স-প্রফেট ও এক্স-মূল ধর্মগ্রন্থকে মেনে নিয়েছে বা কোনভাবেই অস্বীকার করেনি। আয়াতগুলো ভালো করে পড়ে দেখুন। *প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মকেই বাতিল ঘোষণা করেনি।* তবে হাদিসের মতো দু'নম্বরি গ্রন্থগুলোকে সম্ভবতঃ মেনে নেয়নি। ফলে কেহ যদি অজ্ঞতা বা বিদ্বেষমূলকভাবে আপনাদের প্রফেট বা মূল ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বিভ্রান্তিকর কোন তথ্য প্রচার করে সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু কোরানের আয়াত দিয়েই ধরাশায়ী করতে পারেন। অপ্রাসঙ্গিকতার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আসার জন্য দুঃখিত! আপনাদের সু-মঙ্গল কামনা করছি।

জাহেদ আহমেদকে

অনেকগুলো কারণেই জাহেদের উত্তরকে ডিসকোয়ালিফাই করা যায় :

ক) একটি লেখার উত্তর দিতে হলে লেখক ও তার লেখার বিষয়বস্তুকে সবচেয়ে আগে প্রাধান্য দিতে হয়। অর্থাৎ লেখক কী বুঝাতে চেয়েছেন সেটা আগে ভালো করে বুঝতে হয়। অন্যথায় ভুল বুঝে ভুল উত্তর দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। জাহেদের এ বিষয়ে কিছু ল্যাগ আছে মনে হয়।

খ) 'আস্তিকতা ও নাস্তিকতা'র উপর আমার লেখাটি একটি সত্য সন্ধানীমূলক প্রবন্ধ। জাহেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্য করেননি সেটা হচ্ছে, আমার লেখার টাইটল ছিল 'আস্তিকতা ও নাস্তিকতা', 'আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা' নয়। 'ও' এবং 'বনাম' এর মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য। আস্তিকরা যেহেতু তাদের বিশ্বাসকে স্বীকার করে সেহেতু তাদের বিশ্বাস নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে যাওয়াটাকে আমার কাছে কোনরকম স্মার্টনেস মনে হয় না। ফলে খুবই স্বাভাবিকভাবে আস্তিকতাকে ভিত্তি ধরে নাস্তিকতাকে (*নাস্তিকদের নয় কিন্তু*) লজিক্যাল, র‍্যাশনাল ও প্র্যাগম্যাটিক ভিউপয়েন্ট থেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আক্রমণ পরিচালনা করে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করা হয়েছে! লেখাটি অনেকটাই সেল্‌ফ্ এক্সপ্লেনেটরি। অনেক ক্ষেত্রেই উভয় সাইড (হ্যাঁ ও না) বিবেচনা করে লজিক্যাল, র‍্যাশনাল ও প্র্যাগম্যাটিক ভিউপয়েন্ট থেকে সম্ভাবনার ভিত্তিতে 'না'কে রুল-আউট করে দেওয়া হয়েছে। যারা লেখাটি ভালভাবে পড়েছেন তারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, ঈশ্বর বলতে এমন একজন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে পারেন (A possibility in probabilistic sense)। অন্যথায় ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? এই সহজ-সরল বিষয়টি জাহেদ ধরতে না পেরে কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে এনে বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। যেমন স্পিনোজার ঈশ্বর (Say) থাকা বা না থাকার সাথে কী আসে যায়!

গ) জাহেদ প্রথমেই আমার নামে একটি বিভ্রান্তকর/মিথ্যে তথ্য দিয়ে শুরু করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। যেমন জাহেদ বলেছেন, "If I remember it right, he said he didn't believe in a Quranic/Biblical God." এরকম কিছু কখনো বলেছি কি না জানা নেই। সংশয় থেকে থাকলে বলারই বা কী দরকার? তাছাড়া কোরান ও বাইবেল তো এখানে একদমই অপ্রাসঙ্গিক। যাহোক, আমি বরং দু-তিনটি লেখাতে স্পষ্ট করেই বলেছিলাম :

> "আমি আস্তিক, আমি নাস্তিক, আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ, আমি শিখ, আমি জিউস, আমি খ্রীষ্টান, আমি প্যাগান, আমি জুরাসট্রিয়ান, আমি কনফিউসিয়ান, আমি বাহায়া, আমি মুসলিম, আমি ..., আমি ..., আমি ..... সর্বোপরি আমি কোনটাই না! এর পরও কেহ যদি আবোল-তাবোল কিছু বলে তাকে আমার সাথে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে বলিস।" - *অস্বাভাবিক ভাবনা – ৩*

> "আমি কিছুতেই বুঝিনা মানুষ কেন হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, জিউস ইত্তাদি আইডেনটিটি নিয়া হিংসা-বিদ্বেষ-মারামারি-কাটাকাটি-খুনাখুনিতে লিপ্ত! Is this kind of identity a big deal? It seems simply nothing to me. At a time I can say that I am a Muslim (by-born), I am a Hindu, I am a Christian, I am a Jew, I am a Buddhist, I am a Sikh, I am a Pagan, I am a Bahayaa, I am a Jurastrian, I am a Confucian, I am a …….., I am a …..... and at the same time I can declare that I am none of the above!" - *খোলিছ এ বিশ্ব লয়ে*

ঘ) জাহেদ ধর্ম-নিরপেক্ষ একটি লেখার উত্তর দিতে গিয়ে কৌশলে কোরান, বাইবেল, হাদিস, মুহাম্মদ, ওমর, আবু বকর, মোল্লা, ইভ্যানজেলিস্ট, মনোথিয়িজম ইত্যাদি স্পর্শকাতর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো টেনে এনে সুবিধা আদায় করতে চেয়েছেন। জাহেদ আমার লেখার বিষয়বস্তুর চেয়ে ব্যক্তিগত বিষয়ের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তাতে যে কোনই লাভ হবার নয় সেটা মনে হয় জাহেদ বুঝতে পারেন নাই!

ঙ) আমার লেখার টাইটল ব্যবহার না করে নিজে উদ্ভট মার্কা একটি টাইটল দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন।

চ) অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় স্কলারের কথা কোট করে উত্তর দিয়ে লজিক্যাল ফ্যালাসির আশ্রয় নিয়েছেন (Appeal to authority)। নিজস্ব লজিক খুবই কম।

ছ) লেখাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস কি না'। জাহেদ এই বিষয়টি সেভাবে ধরতে সক্ষম হয়নি।

জ) মূল বিষয়গুলোতে না যেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছেন।

এর পরও কি উত্তর দেওয়ার মন-মানসিকতা থাকে? তথাপি কিছু না বললে মানুষ ভুল বুঝতে পারে।

> **জাহেদ :** Reading his passionate yet contradictory defense of the Prophet Muhammed and some of the verses in Quran...

কোনরকম উদাহরণ না দিয়েই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক, বিভ্রান্তিকর ও অর্থহীন একটি প্রলাপ! সুবিধা আদায়? লাভ নেহি!

> **জাহেদ :** His analysis is anything but scientific.

সরি! আমার লেখাটা লজিক, র‍্যাশনালিটি ও ফিলস্যফির উপর ভিত্তি করে ছিল, *বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নয়*, যদিও কিছু সায়েন্টিফিক পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আবারো বিভ্রান্তি! অযথায় বিজ্ঞানের নাম যঁপে সবখানে পার পাওয়া অতটা সহজ নয়! তাছাড়া জাহেদ তার তিনটি উত্তরে (অ্যামীবার এক ছুতা ছাড়া) একটি আন-সায়েন্টিফিক পয়েন্টও উল্লেখ না করে আগেই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।

> **জাহেদ :** The biggest problem, however, is 'God' is one of the most ambiguous terms in English as no two persons may mean same connotation by the word 'God'. To the contrary, in case of belief in God, we don't even have preliminary information such as if the God is a He or She, an anthropomorphic figure or just a non-existent entity.

লেখাটা শুরুই হয়েছে একটি প্রশ্ন দিয়ে : ঈশ্বর (The Creator of the Universe)-এ বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস কি না। স্পষ্টতই ঈশ্বর বা গড বলতে 'The Creator of the Universe'কে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়াও লেখাটির মূল আর্গুমেন্ট হচ্ছে, এই মহাবিশ্বের ক্রিয়েটর আছে কি নেই (Yes or No)। ক্রিয়েটর থেকে থাকলে তার অ্যাট্রিবিউট কেমন হবে, সেই ক্রিয়েটর পার্সোনাল নাকি ইম্পার্সোনাল হবে, নারী নাকি পুরুষ হবে, এগুলো পরবর্তী প্রশ্ন। জাহেদ এই বিষয়টি ধরতে না পারাতে অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও উলটা-পালটা কথা-বাত্রা বলেছেন। এ জন্যই বলছিলাম, অপনেন্টের লেখার বিষয়বস্তুকে আগে প্রাধান্য দিতে হয়।

জাহেদ : To the contrary, Raihan clearly mentioned he believes it's quite possible that God might have emotions like anger and love at the same time ("why not?" he asks). So how can Raihan equate his own concept of God with that of Einstein? Is it just because Einstein also used the word God when he said "God doesn't play dice."? If so, how is then Raihan different from those uneducated Muslim/X-tian/ Jewish Mullahs?

এভাবে জাহেদকেও খুব সহজেই আন-এডুকেটেড মোল্লা বানানো সম্ভব। লিখা হয়েছিল, "বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বেশীরভাগই *কোন না কোনভাবে বিশ্বাসী* ছিলেন।" অর্থাৎ কোন ভাবেই কিন্তু বলা হয়নি যে তাঁরা কোন নির্দিষ্ট ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। বলতে চাওয়া হয়েছে যে, তাঁরা নিদেনপক্ষে স্বঘোষিত নাস্তিক ছিলেন না (আবারো লক্ষ্য করুন : *কোন না কোনভাবে বিশ্বাসী*)। কিছু বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের উক্তিও কোট করা হয়েছে। সুতরাং সমস্যা কোথায়? এদিকে জাহেদ কোন কোট না করেই আইনস্টাইন, ডারউইন, কার্ল স্যাগান প্রমুখকে মোল্লাদের মতো নাস্তিক ঘোষণা দিয়েছেন! প্রমাণ দেখাতে না পারলে জাহেদ তাঁদের প্রতি অবিচার করেছেন। তাছাড়াও আমার লেখাতে বলা আছে, "বার্ট্রান্ড রাসেল কী বললেন আর NAS (National Academy of Sciences)-এর গবেষকরাই বা কী বিশ্বাস করলেন তাতে যে কিস্‌সু যায় আসে না সেটা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছিস।" সুতরাং বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে কোনই লাভ নাই!

জাহেদ : Similarly, Raihan has continued his lengthy gibberish without ever realizing, just like its counterpart, the word 'atheist' also mean a wide range of people (freethinkers, agnostics, skeptics, secular humanists, etc) who don't believe in an organized religion or belief system.

আবারো অপনেন্টের লেখার বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য না দেওয়ার ভুল! লেখাটি যে কেহ ভালো করে পড়লে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, নাস্তিক বলতে যারা একসময় ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে ঈশ্বর ও ধর্ম উভয়কেই রিজেক্ট করে নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা দিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাকে বলে স্বঘোষিত নাস্তিক, অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে ক্রিয়েটর থাকতেও পারে সেরকম সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন। বার্ডেন-অব-প্রুফ অংশ দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই বিষয়টিও ঠিকমতো ধরতে পারলে জাহেদকে এত কিছু উলটা-পালটা কথা খরচ করতে হতো না।

জাহেদ : But in his last interview with (late) Prof. Humayun Azad, Shariff, upon being asked by Azad if he believed in religion, replied, "there may be a creator, but the scriptures are man-made and I don't believe in the afterlife." Whose view is scientific in this case? Prof. Sharif's view or a Raihan's argument making frequent use of the word 'God' but without ever mentioning if such God is indeed a matter, or an organism, or just an energy? What's the basis of Raihan's silly assumption about an atheist's stand on the question of God? I wonder.

অবশ্যই ড. আহমেদ শরীফের ভিউ অবৈজ্ঞানিক। কারণ 'afterlife' ইসু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য নহে। বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে 'নাই' প্রমাণিত হলে ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রশ্ন আসটাই তো অবান্তর! জাহেদ বিষয়টি বুঝতে পারলেন না কেন সেটাও কিন্তু বোঝা গেল না। গড প্রসঙ্গে উপরের উত্তর দেখুন। ড. শরীফও কিন্তু গডের স্বরূপ নিয়ে কিছু বলেন নাই।

জাহেদ : May I ask Raihan, who told you Hawkings meant a 'God' here; and even if he did, how are you sure it's the same 'God' that you and your friend believe in? Is it an example of intellectual dishonesty or pure ignorance?

এভাবে সবাইকেই ইন্টেলেকচুয়ালি ডিজঅনেস্ট ও পিউয়র ইগ্নোর‍্যান্ট বানানো সম্ভব। নিদেনপক্ষে গুগল সার্স দিয়ে স্টিফেন হকিং এর কিছু আর্টিকল/ইন্টারভিউ পড়ে দেখুন। আমার লেখাতে ঈশ্বর/গড বলতে 'The Creator of the Universe'কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং স্টিফেন হকিং এর ঈশ্বরের সাথে এই লেখার ঈশ্বর এক হবে না কেন? জাহেদ লজিকে কিছুটা দুর্বল মনে হচ্ছে।

জাহেদ : Therefore, belief in God, as a logic, is worse than belief of the person in the above example that a horse lays eggs since it's an animal. In the former case, we are totally blank; but in the latter, the person is not saying something blindly.

ঘোড়ার আন্ডা একটি প্রচলিত উদাহরণ। ঘোড়ার আন্ডা ছাড়াও ভূত-প্রেত ও ইউনিকর্নের উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। জাহেদ এ দুটি উদাহরণ কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে শুধু ঘোড়ার আন্ডার প্রসঙ্গ তুলে 'লজিক্যাল ফ্যালাসি' বলেছেন। শিশু বাচ্চাদের মতো ঘোড়ার আন্ডাকে একদম লিটারাল অর্থে নিলে কীভাবে হবে! তাছাড়া এটাকে বলে 'Argument based on opponent's weak point - and it's also a logical fallacy!'

জাহেদ : Raihan cites what I shall call 'borrowed' arguments (from the evangelists?) which have been already well refuted and answered by the atheists. They are-"science doesn't know everything," "one need to be omniscient (all-knowing) before dismissing the existence of God and an atheist is not omniscient," etc.

ইভ্যানজেলিস্ট বা মোল্লার নাম যঁপে জাহেদ যদি কাউকে ধরাশায়ী করার স্বপ্ন দেখেন সেক্ষেত্রে উনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন! জাহেদ কি ইভ্যানজেলিস্টদের মানুষ মনে করেন না? তারা শিম্পাঞ্জি নাকি! পৃথিবীতে সকল ইভ্যানজেলিস্টদের চেয়ে জাহেদ কি নিজেকে বেশী ইন্টেলিজেন্ট ও স্মার্ট মন করেন? ইভ্যানজেলিস্টরা ভাত, পানি, মাছ, মাংশ, সবজি ইত্যাদি খায় ও হাগু-পিপি করে বলে জাহেদ কি সেগুলো এড়িয়ে চলেন! ইভ্যানজেলিস্টদের রেস্টুরেন্টে জাহেদ কি খায় না? কোথা থেকে কী নেওয়া হয়েছে সেটা আদৌ কি কোন বিবেচ্য বিষয় হতে পারে? সবার লেখাই তো কপি করা! দেখতে হবে বিষয়টি লজিক্যাল কি না। ব্যাস। যদিও ইভ্যানজেলিস্ট সাইট থেকে কিছু নেওয়া হয়েছে কি না জানা নেই, তবে জাহেদ কিন্তু ইভ্যানজেলিস্ট-নাস্তিক সাইট থেকে ঠিকই কোট করেছেন! ইভ্যানজেলিস্ট-আস্তিক থাকলে ইভ্যানজেলিস্ট-নাস্তিক থাকবে না কেন? আর আমার লেখার আর্গুমেন্টগুলো যদি খন্ডন করা হয়েই থাকে তাহলে জাহেদ আবার কষ্ট করে খন্ডন করার দায়িত্ব নিলেন কেন! জাহেদের উত্তরগুলো কি তাহলে রিডান্ডান্ট হয়ে গেল না? যারা আস্তিকদের যুক্তিগুলো খন্ডন করেছেন বলে জাহেদ দাবি করছেন তাদের সাথে জাহেদ কি কখনো দ্বিমত পোষণ করেছেন? যদি না করে থাকেন তাহলে জাহেদ তাদের ফলো করছেন মাত্র! সেক্ষেত্রে জাহেদের গায়ে অন্ধ ইভ্যানজেলিস্ট বা মোল্লার তকমা লাগানো যায় কি না!

> **জাহেদ :** "Science doesn't know enough about the universe to rule out the possibility of God's existence" A well-known atheist blog responded to this logical fallacy in a following way ...

এটাকে লজিক্যাল ফ্যালাসি কে বলেছে? তাছাড়া জাহেদ আমার লেখাটি আসলে ভাল করে পড়েননি। আগেই বলা হয়েছে, লেখাটি অনেকটাই সেল্‌ফ্‌ এক্সপ্লেনেটরি। দেখুন :

কেহ কেহ আবার নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে আবেগের সুরে বলে থাকেন, "বিজ্ঞান ধীরে ধীরে একদিন সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবেই।" যদিও অসম্ভব তথাপি যুক্তির খ্যাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে কথাটি সত্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যারা এ কথা বলেন তারা তো আর সে সময় বেঁচে থাকবেন না! ন্যাচার বড়ই বেরসিক, তাই না! ফলে তারা কীভাবে জানবেন যে বিজ্ঞান সত্যি-সত্যি সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করেছে? বিজ্ঞান যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কী হবে? এমনও তো হতে পারে যে, বিজ্ঞানই একসময় ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে ফেলেছে! তাহলে? সুতরাং নাস্তিকরা কিন্তু ইর‍্যাশনাল বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবীর বুক থেকে 'চিরতরে' বিদায় নিচ্ছেন!

জাহেদ যেন মনে না করেন যে তার লিঙ্কগুলো পড়া হয়নি! সত্যি বলতে কি, তাদের উত্তর সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ জন্যই বলা হয়েছে, "কথায় বলে, যারা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে তারা বুদ্ধিমান!" সুতরাং জাহেদকে একজন বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে, যেহেতু একই লিঙ্ক পড়ে জাহেদ সন্তুষ্ট!

> **জাহেদ :** As it was recorded in hadeeth, when the death news of Prophet Muhammad reached Omar (later, the second caliph of Islam), his immediate reaction was a straight and categorical denial. No, this could not happen. The loss of Muhammad rendered Omar so grief-stricken that, opening his famous sword from its cover Omar went on announcing, "I shall kill any one who says the Prophet is no more!" ... This is a classic example from the history that sometimes belief could be blind and do not follow any rationale ...
>
> Prabhir Ghosh, the prominent Bangalee rationalist from India cited an interesting analogy in his book, *"Ami Keno Iswar-e Biswash Kori Na"* ('why I don't believe in God'). He came across a village man who was fond of telling everyone he would met that Hema Malini, the glamorous Indian film heroine, was madly in love with him and it's just between the two of them ...

জাহেদ এসব গপ্পের দ্বারা রায়হানকে ঠিক কী বুঝাতে চেয়েছেন? এসব অপ্রাসঙ্গিক গপ্প রায়হানকে শুনায়ে যে কোনই লাভ হবার নয় সেটা মনে হয় জাহেদ এতদিনেও বুঝিতে সক্ষম হয় নাই! কেহ কেহ ইম্প্রেস্‌ড্‌ হলেও হতে পারে তবে রায়হানের মন একটু বেশী শক্ত কি না! জাহেদের র‍্যাশনালিটির দৌড় কি মানুষ জানে না! আর জাহেদ যেহেতু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই এসেছেন সেহেতু জেমস এ. মিসেনার (James A. Michener) এর একটি উক্তি কোট করে উত্তর দেওয়া যেতে পারে :

In all things Muhammad was profoundly practical. *When his beloved son Ibrahim died, an eclipse occurred, and rumors of God's personal condolence quickly arose. Whereupon Muhammad is said to have announced, "An eclipse is a* ***phenomenon of nature****. It is* ***foolish*** *to attribute such things to the death or birth of a human being."* At Muhammad's own death an attempt was made to deify him, but the man who was to become his administrative successor killed the hysteria with one of the noblest speeches in religious history: "If there are any among you who worshipped Muhammad, he is dead. But if it is God you worshipped, He lives forever." - ***James A. Michener***

> **জাহেদ :** *Why does it matter to you if someone believes in one God or millions of them?* One may ask me. Indeed, it doesn't. It's none of my business, because as I said earlier, no two people may mean the same thing by the word 'God.' Look at below what Nobel Prize-winning physicist (and atheist) Steven Weinberg had to say about it:
>
> 'Some people have views of God that are so broad and flexible that it is inevitable that they will find God wherever they look for him. One hears it said that 'God is the ultimate' or 'God is our better nature' or 'God is the universe.'

Of course, like any other word, the word 'God' can be given any meaning we like. If you want to say that 'God is energy,' then you can find God in a lump of coal.

ঈশ্বর শব্দের অর্থ বুঝতে প্রথমেই ভুল করে জাহেদ সেই ভুলের খেসারত দিয়েই যাচ্ছেন। বার বার একই প্রশ্ন! ঈশ্বর থেকে থাকলে তিনি কি শুধুই এনার্জি নাকি বুদ্ধিমান সত্তাও হতে পারেন সে বিষয়ে আমার লেখাতে কিছু যুক্তিও আছে। জাহেদ এগুলো সব এড়িয়ে যেয়ে একজন নবেল লরিয়েটের (নাস্তিক?) উধৃতি দিয়ে লজিক্যাল ফ্যালাসির আশ্রয় নিয়েছেন (Appeal to authority)। আস্তিকতার মতো নাস্তিকতাও একটি বিশ্বাস। সুতরাং একজন চাষাভুষা নাস্তিক ও একজন নবেল লরিয়েট নাস্তিকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে নবেল লরিয়েট নাস্তিক উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার কারণে কিছু লজিক দাঁড় করাতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া ড. স্টিভেন ঈশ্বর বলতে যদি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর বুঝিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো দেখে মন্তব্য করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো না? তা না করে উনি মনে হয় প্রচলিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন!

জাহেদ : Issue-1: Raihan tried to show- atheism is irrational in contrast to theism (belief in a religion)

ব্র্যাকেটে ধর্ম ঢুকিয়ে দিয়ে জাহেদ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন! ঈশ্বর বিষয় ফায়সালা হওয়ার আগে নাস্তিকদের ধর্মকে টেনে আনা একদমই অযৌক্তিক।

জাহেদ : One of his main logics is - 'Most great scientists and philosophers are some kind of believers.'

সরি! এটি মোটেও কোন মেইন লজিক ছিল না! এটা আবার কোন লজিক হয় নাকি? এই তুচ্ছ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে জড়াতেও রাজি নই! জাহেদ সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশত ধর্মে অবিশ্বাসী সকলকে নাস্তিক লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন! জাহেদের লিস্টের সবাই স্বঘোষিত নাস্তিক কি না এ বিষয়ে জাহেদ কি নিশ্চিত? *দু-এক জনকে নিয়ে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়??* যাহোক, সকল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জাহেদকে দিয়ে দেওয়া হলো। এবার খুশি তো?

জাহেদ : Equally Raihan quoted Carl Sagan in a way that, to many it may sound Carl Sagan was a religious man.

কারো অজ্ঞতার দায়িত্ব তো আর রায়হান নিতে পারে না! ডগম্যাটিক নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে কার্ল স্যাগানের একটি উক্তি কোট করা হয়েছে।

জাহেদ : Let's consider four famous atheists from the modern history: Einstein, Darwin, Freud and Karl Marx. According to *Newsweek* special issue (Nov.28, 2005),"Darwin had a plan to enter the ministry prior to his fateful voyage on HMS Beagle in 1831. Among other things, he carried a copy of Bible with him in his voyage. He was 22 at that time." Can we say 'it was evil act of certain theists' or 'lack of understanding of the traditional belief' (as Raihan wants us to believe) that made Darwin an atheist?

জাহেদ নিজের গপ্প ছাড়া ডারউইন ও আইনস্টাইনের গপ্পে যাচ্ছেন কেন?! জাহেদ কি একদম নিশ্চিত যে, ডারউইন ও আইনস্টাইন স্বঘোষিত নাস্তিক ছিলেন? *যদি চ্যালেঞ্জ করা হয় সামাল দিতে পারবেন তো?* জাহেদ যদি প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে তাকে ইন্টেলেকচুয়ালি ডিজঅনেস্ট ও ফতুয়াবাজ মোল্লা বলা যাবে কি না? তবে তার আগে জাহেদকে বেনিফিট-অব-ডাউট দিয়ে রাখা হলো। জাহেদ যে বিষয়টা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না সেটা হচ্ছে, বাইবেল, বেদ, কোরানে অবিশ্বাস মানেই নাস্তিক হওয়া নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষ নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা দিচ্ছেন। জাহেদ মনে হয় নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করছেন, অথবা তাদের দু-একটি লেখা না মন্তব্য থেকে উপসংহার ড্র্য করছেন। অধিকন্তু আমার লেখাতে বলা হয়েছে, "প্রায় ১০০% মানুষই নাস্তিক হয় ...।" 'প্রায়' শব্দের অর্থ কি জাহেদ জানেন না? প্রায় ১০০ বলতে ১০০'র কাছাকাছি বুঝায় (ধরা যাক, ৯৯.৯৯৯%)। সুতরাং ০.০০১% এর মধ্যে কেহ কেহ পড়তেও তো পারে। তাছারা নাস্তিকতার আরো কিছু কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জাহেদ অযথায় সঠিক একটি বিষয় নিয়ে মশা মারতে কামান দাগিয়েছেন।

জাহেদ : To the contrary of Raihan's opinion, an atheist feels happy and dignified to think s/he is led by own conscience, and not by fear or the temptation of reward from any unseen and undefined deity. Isaac Asimov, an atheist & the brilliant science fiction writer, once commented, "I have never, in all my life, not for one moment, been tempted toward religion of any kind. The fact is that I feel no spiritual void. I have my philosophy of life, which does not include any aspect of the supernatural and which I find totally satisfying. I am, in short, a rationalist." That's an atheist's view. Enjoy, live and let others live. "Since this life here and now is all we can know, our most reasonable option is to live it fully."

Appeal to authority! ঐযে বললাম, সেল্ফ্ এক্সপ্লেনেটরি! আবেগের কোন স্থান নেই! দেখুন : "বেঁচে থাকা অবস্থায় একজন মানুষ মৃত্যুর পর মাত্র দুটি অপ্শন্ উপলব্ধি করতে সক্ষম : (১) GOD (২) DIRT! যে কোন সুস্থ ও র‍্যাশনাল মানুষ ১-নাম্বার অপ্শন্কেই বেছে নেওয়ার কথা। এখানে ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসার কারণ খুঁজতে যাওয়াটা কিন্তু মূর্খতারই নামান্তর। তার কারণ হচ্ছে, এটাই একমাত্র যুক্তিসম্মত অপ্শন্। এক্ষেত্রে বরং ২-নাম্বার অপ্শন্কে বেছে নেওয়াটাই কিন্তু চরম নির্বুদ্ধিতার মধ্যে পড়ে (Because it is a by default option for ALL)!"

আইজ্যাক আসিমভ (Isaac Asimov) যেটা বলেছেন সেটা পার্থিব জগতে আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তিনি আস্তিকদের চিন্তা-ভাবনা থেকে পিছিয়ে আছেন। এমনকি মৌমাছি ও পিঁপড়াও প্র্যাগম্যাটিক ওয়েতে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে, যেটা আইজ্যাক আসিমভ করতে অক্ষম। আইজ্যাক আসিমভের জন্য সেই বাংলা গানটা প্রযোজ্য : দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও আর ফুর্তি করো (Purely materialistic)!

> **জাহেদ :** Raihan defends theistic view by saying, *There is NO alternative rational choice at all. A human have NO other rational option* than (it shouldn't be *save.* –Jahed) *believing in the Creator. Because NONE can escape death - the Ultimate Channel.*
>
> I shall let George Bernard Shaw take over since he already answered it in a beautiful manner: "The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one."

Appeal to authority! কোন লজিক নেই! সত্য কিন্তু মেনে নিতে রাজি নই! আবেগের কোন স্থান নেই! মৃত্যু একটি চিরন্তন সত্য (You must pass the ultimate channel whether you want it or not! You are absolutely helpless in this case yet you are denying the fact! Believers take this fact as an account. Who is drunken then?)!

> **জাহেদ :** Who said atheists 'assume zero existence' (*'there is absolutely nothing behind the grand mystery of our universe')?* All they rule out is the possibility of any particular deity or super being. Why should an atheist disprove a propaganda s/he never said himself/herself?

ওয়েল, ডগম্যাটিক নাস্তিকগণ বলেন। যারা আস্তিক থেকে নাস্তিক হয়ে আবার ঈশ্বরকে 'নাই' প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

> **জাহেদ :** A country has a president, vice-president (incase, the Prez falls sick, or dies off), ministry, cabinet. UN too has deputy secretary general(s) alongside one secretary general. Does your 'one creator' theory have room for vice-creator?

জাহেদ অক্কামের রেজর (Occam's Razor) ফর্মুলাটা ভালো করে দেখে নিলে এই ধরনের প্রশ্ন করতেন না। একজন প্রেসিডেন্ট এর আন্ডারে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মিনিস্ট্রি, ক্যাবিনেট ইত্যাদি থাকে এ জন্যই যে, প্রেসিডেন্ট একা সবকিছু হ্যান্ডেল করতে সক্ষম নহে। প্রেসিডেন্ট যদি একা সবকিছু হ্যান্ডেল করতে সক্ষম হতেন তাহলে কোন ক্যাবিনেটই থাকতো না। একক ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মিনিস্ট্রি, ক্যাবিনেট ইত্যাদির পরিবর্তে ন্যাচারাল ও ফিজিক্যাল ল্য আছে। আশা করি আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আস্তিক থাকা অবস্থায় জাহেদ নিশ্চয় এমন প্রশ্ন কখনোই করেননি! সুতরাং নাস্তিক হওয়ার পর লজিক ও র‍্যাশনালিটিতে জাহেদের যে ডিগ্রেডেশন হয়েছে সেটা বোঝাই যায়। আর হওয়াটাই তো স্বাভাবিক! অথবা জাহেদ শুধু তর্কের খ্যাতিরে তর্ক করছেন। যাহোক, এই লজিক মেনে না নিলে অক্কামের রেজর ফর্মুলাকেই অস্বীকার করা হবে। সুতরাং বল কিন্তু জাহেদেরই কোর্টে থাকছে।

> **জাহেদ :** What if, I say 'the chief creator became extinct long ago and now it's the vice-creator who's running the universe?' How will you disprove me? Anything could be said of an undefined creator. Am I right?

উপরের উত্তর দ্রষ্টব্য। তর্কের খ্যাতিরে প্রশ্নটিকে যৌক্তিক হিসেবেই ধরে নেওয়া যাক। ওয়েল, চিফ-ক্রিয়েটর যদি 'extinct' হয়ে থাকে এবং ভাইস-ক্রিয়েটর যদি ইউনিভার্স পরিচালনা করে তাহলে তো ভাইস-ক্রিয়েটরই এখন চিফ-ক্রিয়েটর (There is NO question of erstwhile chief-creator any more)! তার মানে জাহেদ স্বীকার করলেন যে ইউনিভার্স পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক ক্রিয়েটরের দরকার আছে। কেস ডিসমিস।

> **জাহেদ :** You tried to prove monotheism a better option over polytheism. But your logic such as the 'possibility of conflict among Gods/Goddess' don't just stand out. Say, I want to worship only one God, but of the millions (Hinduism alone is said have 330 millions Gods/Goddess), how do I know, which one is true?

জাহেদ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে টেনে নিয়ে এসেছেন সেহেতু এ বিষয়ে আর কিছু বলার ইচ্ছে নাই। একাধিক ঈশ্বর আর্গুমেন্টটি নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে, যারা আস্তিকদের সাথে বিতর্কে এই ইসু নিয়ে আসে, ঠিক আছে? ফলে ধর্ম নিয়ে বিতর্কের ইচ্ছা থাকলে জাহেদকে নতুনভাবে ভিন্ন টাইটল দিয়ে শুরু করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। তবে এখানে নয়। জাহেদের জন্য ইসু হচ্ছে 'ঈশ্বর আছে কি নেই'। ব্যাস। কতগুলো ঈশ্বর থাকতে পারে সেটা পরবর্তী প্রশ্ন। আর জাহেদ যদি নাস্তিক হিসেবে একাধিক ঈশ্বরের প্রশ্ন উঠায় সেক্ষেত্রে আমার আর্টিকলটাই যথেষ্ঠ (দয়া করে আরেকবার দেখে নিন)। এর পরও জাহেদ যদি এই বিষয়টি নিয়ে টানা হেঁচড়া করেন সেক্ষেত্রে তাকে গণ্ডগ্রামের কিছু চাষাভূষা লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। জাহেদ কি একদম নিশ্চিত যে হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থে মিলিয়ন-মিলিয়ন ঈশ্বরের কথা লিখা আছে? যদি নিশ্চিত না হোন তাহলে এরকম একটি ইসু কেন উঠালেন? *এ বিষয়ে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয় সেক্ষেত্রে জাহেদ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি তো??*

আবারো বলছি, প্রবন্ধটি সেল্‌ফ্‌ এক্সপ্লেনেটরি। দেখুন : "তবে তোর সন্দেহ থাকলে একাধিক ক্রিয়েটরেও বিশ্বাস করতে পারিস।" কেস ডিসমিস।

> **জাহেদ :** Let's see what Mark Twain said below about the 'most people's belief.' The issue, obviously, is not 'most people' versus Mark Twain. It is rather if the statement has any logics and rationale in it.

Appeal to authority! মার্ক টোয়েনের ব্যক্তিগত মন্তব্য। তাঁর কথার মধ্যেই আসলে কোন লজিক নাই। আমার লেখাতে কিন্তু 'বেশীরভাগ মানুষ' বলা হয়নি। একটি শক্তিশালি লজিক দিয়ে বলা হয়েছে, "এ জন্যই অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ... কেহ কেহ আবেগ দিয়েও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে, যারা এভাবে চিন্তা করে না।"

> **জাহেদ :** Since your 'God' is an undefined entity (we don't know if it's a matter, organism, or just energy), you may need to restate your sentence: *The sole purpose of religion is to lead a person toward* confusion/doubt.

নিজস্ব অজ্ঞতা। সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

> **জাহেদ :** A common misconception prevailing among uneducated and naïve believers is people cannot lead an honest and decent life without sticking to a religion. As I see it, often atheists lead a more dignified, fulfilled and happy life than many theists. (Recall our own examples: Prof. Ahmed Shariff, Prof. Huymyun Azad or Aroj Ali Matubbor).

জাহেদ আন্ডারলাইন অংশটা মাঝে-মধ্যেই ব্যবহার করেন। নিজের অজ্ঞতা আগে ঢেকে অন্যের অজ্ঞতার দিকে হাত বাড়ানোই কি জ্ঞানীদের উচিত নয়? কে বলেছে যে, ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সৎ ও সুন্দর জীবন যাপন করা যায় না? আর কেহ যদি বলেই থাকে সেক্ষেত্রে রায়হানকে সে কথা শুনানোর মানেটা কী? রায়হান বলেছিলেন, "একজন মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সাথে-সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নম্র, ভদ্র ও সৎ হয়ে যাওয়ার কথা (In probabilistic sense, from some of Raihan's experience)।" জাহেদ কি একদম নিশ্চিত যে আরজ আলী মাতুব্বর একজন স্বঘোষিত নাস্তিক ছিলেন? *যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়?* জাহেদ অতীতেও মোল্লাদের ফতুয়া বা দু-একটি ভেগ কোটেশনের উপর ভিত্তি করে মধ্য যুগের কিছু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের নাস্তিক বা মুরতাদ বানানোর গরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন। জাহেদ সকল বিজ্ঞানী, দার্শনিক, পলিটিশিয়ান, কবি, সাহিত্যিকদের মোল্লাদের মতো নাস্তিক ঘোষণার ফতুয়া দিয়ে নিজের অজ্ঞতা ঢাকার চেষ্টা করছেন নাকি?!

> **জাহেদ :** If submission to God alone were to make people honest, humble; then I guess majority of the world's crisis would have been solved by now.

মেজরিটি ওয়ার্লড ক্রাইসিসের কারণ সম্বন্ধে জাহেদ কি এখনও তেমন কিছুই জানেন না? জাহেদ নিজেই তো মাত্র কয়েক বছর আগ পর্যন্তও একজন আস্তিক ছিলেন। তা আস্তিক থাকা অবস্থায় জাহেদের 'কু-কর্ম' গুলো কি লোকজনকে জানাবেন?

> **জাহেদ :** So, for Raihan, Dream leads to God. In dream, virtually a dead state, how can we travel so fast and far? Recall scenery, conversations of the past? -Admittedly, we have to yet to learn details about brain and its functions. Yet neurobiology is making tremendous progress these days ...

স্বপ্নকে সম্ভাবনার ভিত্তিতে একটি 'সংকেত' বলা হয়েছে। জাহেদ যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। কোন কিছুর ব্যাখ্যা জেনে যাওয়া মানেই কিন্তু 'সংকেত' ইনভ্যালিড হয়ে যায় না!

> **জাহেদ :** Contrary to what Raihan mentioned, the first form of life in earth is NOT amoeba, which is an eukaryotic cell and much developed than the prokaryotic bacteria, thought to the most ancient and much simpler form of life in earth.

লিখা হয়েছিল, "ধরে নেওয়া যাক যে অ্যামীবার মতো একটি এককোষী জীব থেকে কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনা-আপনি ইভ্যল্‌ভ্‌ করতে করতে মানুষে এসে ঠেকেছে!" পাঠক, আন্ডারলাইন অংশটা লক্ষ্য করুন। অথচ জাহেদ মহাবিজ্ঞানী (তাবলিগী?) সেজে যাচ্ছেতাই বলে বৈজ্ঞানিক ডেটা হাজির করে রায়হানকে আচ্ছামতো বায়োলজি শিক্ষা দিয়েছেন! আচ্ছা পাঠক, 'অ্যামীবার' জায়গাতে 'ইউকারিওটিক সেল' লিখলে আমার লেখার মান বা লজিকে কি কোন হেরফের হতো? জাহেদ একখান পাক্কা/সাঁচ্চা মোল্লার মতো আচরণ করলেন তো!

(বিপ্লব পালও আমার ডিটারমিনিস্টিক প্রসেসকে লিটারালি নিয়ে বিশাল এক তফসির ফেঁদেছেন। মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে মিলিয়ন-মিলিয়ন প্রাণী পৃথিবীর বুকে আসছে ... কিছু সময় থাকছে ... আবার চলে যাচ্ছে। এই সত্যটাকেই একটি 'প্রসেস' বলা হয়েছে। পৃথিবী ও চন্দ্র সহ গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণন কি বৈজ্ঞানিক অর্থে ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস নয়? তাছাড়াও বলা হয়েছে, "তুচ্ছ কিছু র‍্যান্ডম প্রসেসও

থাকতে পারে।" বিপ্লবের দুটো উত্তরই এতটাই অপ্রাসঙ্গিক, নীচু মানের ও যুক্তিবিহীন যে, উত্তর দিতেই রুচিতে বাধা দিচ্ছে। সে কারণে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকা হলো। বুদ্ধিমান পাঠক আমার লেখার *মেসেজ* ঠিকই উদ্ধার করে নেবেন।)

আমার লেখাতে ফিঙ্গার প্রিন্ট ও DNA-এর কথা উল্লেখ করে বিষয় দুটিকে 'অসাধারণ ইউনিক' বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোন দুজন মানুষেরই ফিঙ্গার প্রিন্ট এক নয়, এ কথাটাই বলতে চাওয়া হয়েছে। অথচ জাহেদ আবারো কোথা থেকে কী কোট করে হাবি-জাবি ইত্যাদি বলে আচ্ছামতো বায়োলজি শিখিয়েছেন! জাহেদ কী ঘোড়ার আন্ডা বুঝেছেন আর কী বুঝাতে চেয়েছেন সেটাও তো পরিষ্কার নহে!

> **জাহেদ :** Imagine no Big-Bang/Theory of Relativity/Theory of Evolution was discovered. Would most people have stopped believing in God?

এই প্রশ্নটি আস্তিক ও নাস্তিক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য! জাহেদ আবার কাকে জিজ্ঞেস করেন?

> **জাহেদ :** What if, I say, science will discover a God who will dislike creatures who are submissive, coward and don't know- how to think critically. Instead, such God will love creatures who are intellectually honest, think rationally. What will happen to the theists?

ইভ্যাঞ্জেলিস্ট নাস্তিক সাইট থেকে কপি করা! জাহেদকে মহা-একখান ইন্টেলেকচুয়াল ও র‍্যাশনাল ব্যক্তিত্ব বলেই মনে হচ্ছে (Who can think critically, WOW!)। ওয়েল, হাম্বল, বোকা-সোকা ও ভীরু লোকদের সবাই ভালবাসে ও সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখে থাকে। কিন্তু ধূর্ত, হিপক্রেট, মিথ্যাবাদী, সত্য অস্বীকার কারীকে ভালবাসা তো দূরে থাক কেহ সু-নজরেও দ্যাখে না! এবার জাহেদ কোন্ গ্রুপে পড়তে পারেন সেটা বিচারের দায়িত্ব না হয় তার উপরই ছেড়ে দেওয়া হলো!

> **জাহেদ :** Besides, as I said already, of the millions, how do I know belief in which particular God is the most rational choice?

তার মানে জাহেদ এক বা একাধিক ইশ্বরকে মেনে নিচ্ছেন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় সেক্ষেত্রে অঙ্কামের রেজর ফর্মুলা ও গণ্ডগ্রামের চাষাভুষা মানুষ দ্রষ্টব্য!

> **জাহেদ :** Raihan thinks 'If we accept, having being created spontaneously men using nature created *deterministic processors* like computer, robots; why is not possible, God also came into being spontaneously and created billions of deterministic processors including humans?. If first organism could evolve w/o any parents, why not God?'
>
> My response: That's too simplistic conclusion ...

'too simplistic' হবে কেন? বরঞ্চ এই লজিকের দ্বারা নাস্তিকদের 'ঈশ্বরের পিতা' আর্গুমেন্টকে চিরতরে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে!

> **জাহেদ :** If ever we find a fossil supporting of any God's existence, we'll think about it. Till then please spare us of the nonsense!

জাহেদের কথাকেই বেশী ননসেন্সিক্যাল মনে হচ্ছে। অন্যথায় জাহেদকেই ব্যাখ্যা করতে হবে কী ধরনের ফসিল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি দিক নির্দেশ করবে।

> **জাহেদ :** While recalling the incident, I was thinking, what if the mystery behind "ghost's fire" remained unsolved even today? Would believers like Raihan cite that also as a proof that 'God exists'? Probably, yes; since many people can see it even today.

ঐ সব ছেলে ভুলানো ভূত-প্রেতের গপ্প শুনায়ে কোন লাভ হবে না। নাস্তিকদের প্রচলিত সবগুলো যুক্তি খন্ডন করে পালটা কিছু যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। কোন পয়েন্টে দ্বিমত পোষণ করলে দ্বিমতের কারণ আমার লেখাতে যা বলা আছে সেটাই টু-দ্য-পয়েন্টে ফলো করুন, *"প্রচলিত বিশ্বাস ও আস্তিকদের যুক্তি ছাড়াই নাস্তিকরা কি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়েটরের অনস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করাতে পারবে?"* ব্যাস। এবার নিজস্ব লজিক নিয়ে আসুন। গপ্প ফাঁদার কোন প্রয়োজন দেখিনা। জাহেদ, রায়হান বা ইন্টারনেটের কেহই আর শিশু খোকাটি নেই!

> **জাহেদ :** Under such circumstances, if a *rational atheist* were to defend human reasoning saying "one day science would demystify it," how would have believers reacted?

Rational atheist? ইডা আবার কী! খায় নাকি পিন্দে! নাকি কাঁঠালের আমসত্ত্ব! ইউ মাস্ট বি জোকিং! হেই, 'Rational atheist' থাকলে 'Rational theist' থাকবে না কোন্ দুঃখে? *চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক তাহলে?*

জাহেদ : By virtue of the pattern of his argument, Raihan actually represents a category of millions of *helpless believers* who live in a fanciful world of God.

রায়হান '*helpless believer*' হলে জাহেদ '*helpless non-believer*' হবে না কেন???

জাহেদ : Yet I shall not call Raihan a 'mullah' or 'stupid believer.'

Sorry but I can't spare Jahed. I shall call him a mullah or a stupid dogmatic atheist! Does he want me to become a dogmatic atheist like him? If not then what he is talking about!

জাহেদ যেন মনে করেন না যে তার মতো সবাই ছোট বেলায় পারিবারিক মোল্লাদের দ্বারা ব্রেন-ওয়াশ হয়েছে বা প্রেমে ছাঁকা খেয়েছে! আই ফিল সরি ফর হিজ ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স!

জাহেদ : I understand the difficulty a human mind experiences to encounter for the first time, a creator we may have imagined all along our life is either *non-existent or may not even exist*. Anyone with some basic knowledge of psychology knows- how childhood experience influences our personal views of society, religion, etc in later life.

জাহেদকেই প্রমাণ দেখাতে হবে। জাহেদ যেখানে দ্বিতীয় ডাইমেনশনে, রায়হান সেখানে তৃতীয় ডাইমেনশনে অবস্থান করছে। তাহলে কে কার দুঃখ বেশী বোঝার কথা?

জাহেদ, ডগম্যাটিক নাস্তিক হয়ে বিজ্ঞানকে নিয়ে অতটা টানা-হেঁচড়া না করাটাই মনে হয় ভালো! ভুল ভাঙ্গানোর জন্য লেখাটির অংশবিশেষ আবারো কোট করা হলো :

> **"নাস্তিকরা যেটা বুঝতে চায় না সেটা হচ্ছে, বিজ্ঞান নিজে যেমন বিকল্প ক্রিয়েটর নয় তেমনি আবার ক্রিয়েটর নিয়েও ডিল করে না, শুধু ক্রিয়েশন নিয়ে ডিল করে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যত বেশী হবে, যত বেশী কম্প্লেক্স হবে, যত বেশী উয়ান্ডারফুল হবে; সেটা তত বেশী ক্রিয়েটরের অস্তিত্বের প্রতিই দিক্ নির্দেশ করবে, অনস্তিত্বের দিকে নয়! ফলে প্রত্যেকটি উয়ান্ডারফুল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক্রিয়েটরের অস্তিত্বের সাগরে একেকটি ভ্যালুয়েবল ড্রপ্ (লজিক্যালি ও ফিলস্যফিক্যালি)! কারণ প্রত্যেকটি আবিষ্কার একেকটি তথ্য বহন করে। এই মহাবিশ্বে তথ্যের পরিমাণ যত বেশী হবে, সেটা তত বেশী একজন স্বজ্ঞাত সত্তার প্রতিই দিক্ নির্দেশ করবে; অ্যাক্সিডেন্টের দিকে নয়!"**

জাহেদের উত্তরগুলো আবেগে ভর্তি। নিজস্ব লজিক নেই বললেই চলে। বডি ছেড়ে 'চুল' নিয়েই বেশী টানা-হেঁচড়া করেছেন। লেখাটি থেকে সেই 'চুলগুলি' যদি অপসারণ করা হয় তাহলেও রোনালদোর মতো আস্ত একটি বডি রয়ে যাবে।

যাহোক, প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্ম ছাড়া নাস্তিকদের যুক্তি খুবই ক্ষণভঙ্গুর বলে মনে হয়েছে! আমার লেখাটি পড়লে যে কেহ বুঝতে সক্ষম হবেন যে, লেখাটি লজিক্যাল, র‍্যাশনাল ও প্র্যাগম্যাটিক ভিউপয়েন্ট থেকে সম্ভাবনার ভিত্তিতে (বার বার সম্ভাবনা কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে) লিখিত একটি প্রবন্ধ। অথচ প্রায় সবায় প্রথমেই বিজ্ঞানের ধুয়া তুলে (আহ্ মহা বিজ্ঞানী সব) লেখাটিকে অবৈজ্ঞানিক, বিভ্রান্তিকর ইত্যাদি ঘোষণা দিয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। পরিশেষে দেখা গেল বড় কোন বৈজ্ঞানিক ভুল বা বিভ্রান্তিকর তেমন কিছুই নাই! মানুষ কি এতটাই বোকা! যে দু-চারটি ছোট-খাট বিষয় আছে (যেমন আইনস্টাইনের ফিলস্যফি, অ্যামীবা ইত্যাদি!) সেগুলো অপসারণ বা এডিট করা হলেও লেখার মান সামান্য হেরফের হবে কি না সন্দেহ!

ধন্যবাদ।